সংবাদ

তারিখ ... 06 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

গবেষণার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করুন দায়বদ্ধ করুন প্রতিষ্ঠানকে

দেশের উচ্চশিক্ষা গবেষণাবিমুখ হয়ে পড়ছে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, ধারণ ও বিতরণ– এটাই হলো উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ মানেই হলো বিশ্ব বিদ্যাকে অর্জন করা। যার প্রথম সোপানই হলো গবেষণা। গবেষণাধর্মী জ্ঞানার্জন ছাড়া যা সম্ভব নয়। এই চরম সত্যের উপলব্ধি থেকেই বিষয়ানুগ গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই জনপ্রত্যাশা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু গত বুধবার এ সম্পর্কে সহযোগী একটি দৈনিক যে খবর পরিবেশন করেছে তাতে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ফারাকই দেখা যাচ্ছে।

ইউজিসি বলছে, ২০১৩ সালে দেশের মোট ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টিই গবেষণার পেছনে কোন অর্থ ব্যয় করেনি। আর কোন গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়নি– এমন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ১৫টি। তাই গবেষণাবিহীন শিক্ষার মাধ্যমে সনদধারী শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেও তৈরি হচ্ছে না দক্ষ জনশক্তি। এটা এতটাই বাস্তব যে, এর জন্য বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়ার দরকার পড়ে না। চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশের প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণার জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকেই কোন অর্থ ব্যয় করেনি প্রতিষ্ঠানটি। তেমনি বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণায়ও কোন অর্থ গবেষণার কাজে ব্যয় করা হয়নি।

খবর অনুযায়ী ইউজিসি বলেছে, আর্থিক বরাদ্দ না থাকা কিংবা একেবারেই অপ্রতুল থাকার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষায় গবেষণা প্রকল্প হাতে নিতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে বরাদ্দ পাচ্ছে তাতে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। গবেষণার জন্য আর বিশেষ বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয় না।

আমরাও মনে করি কারণটি যথার্থ এবং দক্ষ লোকবল গড়ে তুলতে চাইলে উচ্চশিক্ষায় গবেষণার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দুঃখজনক হলো চলতি বাজেটেও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ গত বছরের চেয়ে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত অবস্থানটি গবেষণার সঙ্গে যায়নি।

তবে অপ্রতুল বরাদ্দই যে এক্ষেত্রে একমাত্র কারণ আমরা তা মনে করি না। এর সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া, কনসালট্যান্সি ও প্রেষণে অন্যত্র চাকরির প্রতি আগ্রহই শিক্ষকদের গবেষণার কাজে নিরুৎসাহিত করে বলে আমরা মনে করি। সবাই এখন ডিগ্রি অর্জনের দিকে ঝুঁকছে, গবেষণার দিকে নয়। অথচ জ্ঞান সৃষ্টি হয় একমাত্র গবেষণার মাধ্যমেই। ঢালাওভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষকরা বেশিরভাগ সময়েই শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন। অবসরে গবেষণা করার কথা থাকলেও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে ব্যস্ত থাকছেন। এছাড়া আমরা এটাও মনে করি, গবেষণা করার জন্য উপযুক্ত মানের শিক্ষকের সংখ্যাও এখন অপ্রতুল। এই সীমাবদ্ধতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে হবে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আমাদের শিক্ষকরা দেশের বাইরে গিয়ে গবেষণা করছেন। অথচ নিজ দেশে গবেষণার সুযোগ থাকছে না– এটা কোন উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য সমাজে যারা বিত্তশালী রয়েছেন, যারা গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন- আর্থিক সহযোগিতার জন্য তাদের এগিয়ে আসা দরকার। এ মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষ কর্মসূচিও গ্রহণ করতে পারে।

এছাড়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে গবেষণামনস্ক ব্যক্তিরা যাতে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে আসেন সেদিকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

একই সঙ্গে বরাদ্দ থাকার পরও গবেষণার কাজে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ ব্যয় করেনি, প্রকল্প গ্রহণ করেনি, তার তদন্ত হতে হবে। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা থাকা দরকার।

মোটকথা যথার্থ উচ্চশিক্ষা চাইতে হলে গবেষণার দ্বার অবারিত করতে হবে। যারা গবেষণা করতে চাইবে তাদেরকেই শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। গবেষণার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। পাশাপাশি প্রতি বছরই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিষয়ভিত্তিক গবেষণার অগ্রগতির রিপোর্ট ইউজিসিকে জানাতে হবে। এখানে যারা পিছিয়ে পড়বে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।